দৈনিক সংবাদ

39

তারিখ ... 14 DEC 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ .....

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপে

বাংলাদেশে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বেশি এবং এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষায় মানোন্নয়নের জন্য বা জাতিগঠনের ক্ষেত্রে ভাল শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য। অথচ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে কতটা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ডোনেশনপ্রীতি হয় স্বাধীনতার পর কোন সরকারই এ বিষয়টি তলিয়ে দেখেননি। বর্তমান সরকারের উপর বিশ্বাস ছিল যে বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগের ওপর স্বচ্ছতার নীতি গ্রহণের লক্ষ্যে স্থানীয় কমিটির প্রভাব বিলুপ্ত করে বিকল্প কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এ অবস্থার আজও কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপনে দরখাস্তের সাথে একশ' টাকা থেকে পাঁচশ' টাকার ব্যাংক ড্রাফট চাওয়া হয়। তারপর সাক্ষাৎকার বোর্ডে অংশগ্রহণ করার পর দেখা যায় যে, প্রার্থী আগেই ঠিক বা নির্বাচন করা আছে। লিখিত বা সাক্ষাৎকার নেয়া শুধু আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। আমার দুই সহপাঠী অনেক কষ্ট করেও বেসরকারি কলেজে ঢুকতে ব্যর্থ হয়েছি। অতঃপর ১৮তম বিসিএসে ওদের যথাক্রমে এ, এস, পি এবং সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে চাকরি হয়েছে। এটাই কিন্তু বাস্তবতা, তাই বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ করার প্রক্রিয়া পিএসসি বা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

দিলীপ কুমার রায়
প্রাক্তন শিক্ষার্থী, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।